৪৭তম বিসিএস লিখিত কোর্স

বাংলা

লেকচার: ০৭

টপিক:

- ✓ বেগম রোকেয়া, মীর মশাররফ হোসেন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, জহির রায়হান।
- ✓ সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন পত্রিকা।
- ✓ ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy
একটি উদ্যম-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

বিগত বছরের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সাহিত্যকৃতির স্বাতন্ত্র্য লিখুন। [৪৫তম বিসিএস (টেকনিক্যাল)]
- মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণমূলক যে-কোনো একটি গ্রন্থের পরিচয় দিন। [৪৫তম বিসিএস (টেকনিক্যাল)]
- নারী জাগরণে বেগম রোকেয়ার অবদান আলোচনা করুন। [৪৪তম বিসিএস]
- উপন্যাসের নাম উল্লেখ করে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর স্বাতন্ত্র্য নিরূপণ করুন। [৪৪তম বিসিএস]
- ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর বিশিষ্টতা নির্দেশ করুন। [৪১তম বিসিএস]
- রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের কর্ম ও রচনার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করুন। [৪১তম বিসিএস]
- মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক একটি উপন্যাসের মূল্যায়ন করুন। [৩৬তম বিসিএস]

- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি বাংলা নাটকের মূল্যায়ন করুন। [৩৫তম বিসিএস]
- 'বিষাদ-সিন্ধু'র ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে আলোকপাত করুন। [৩৫তম বিসিএস]
- বাংলা সাহিত্যে 'কল্লোল যুগ' সম্পর্কে ধারণা দিন। [৩৫তম, ৩১তম বিসিএস]
- 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন? [৩৪তম বিসিএস]
- নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার 'সুলতানার স্বপ্ন' রচনাটির কাহিনি সংক্ষেপে বিবৃত করুন। [৩২তম বিসিএস]
- 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' কার রচনা? এটি কোন ধরনের সৃষ্টিকর্ম? [৩১তম বিসিএস]
- বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রতিষ্ঠিত একটি মহিলা সমিতির পরিচয় দিন। [৩১তম বিসিএস]
- জহির রায়হানের জনপ্রিয় উপন্যাস কোনটি? [১০তম বিসিএস]

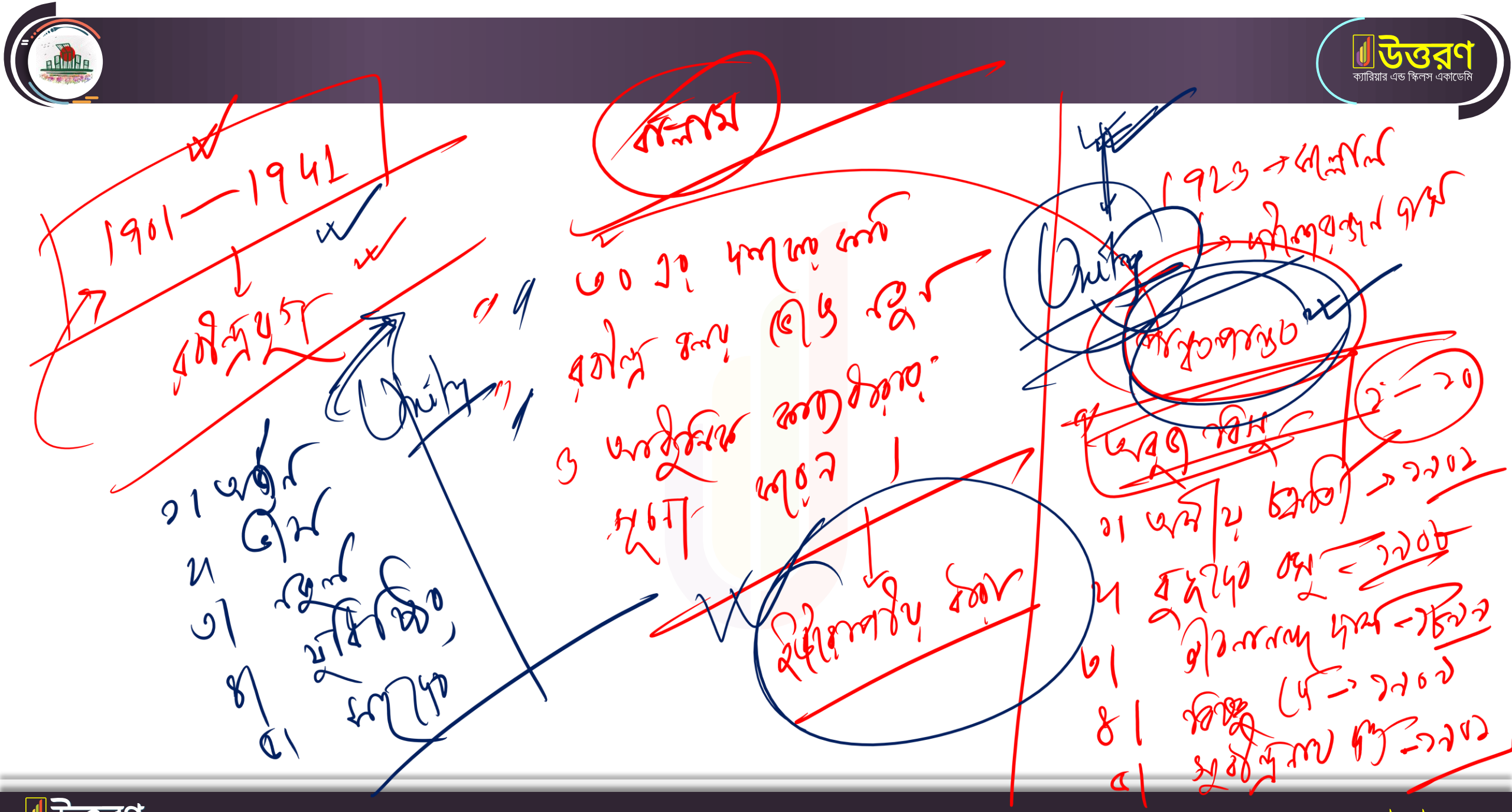

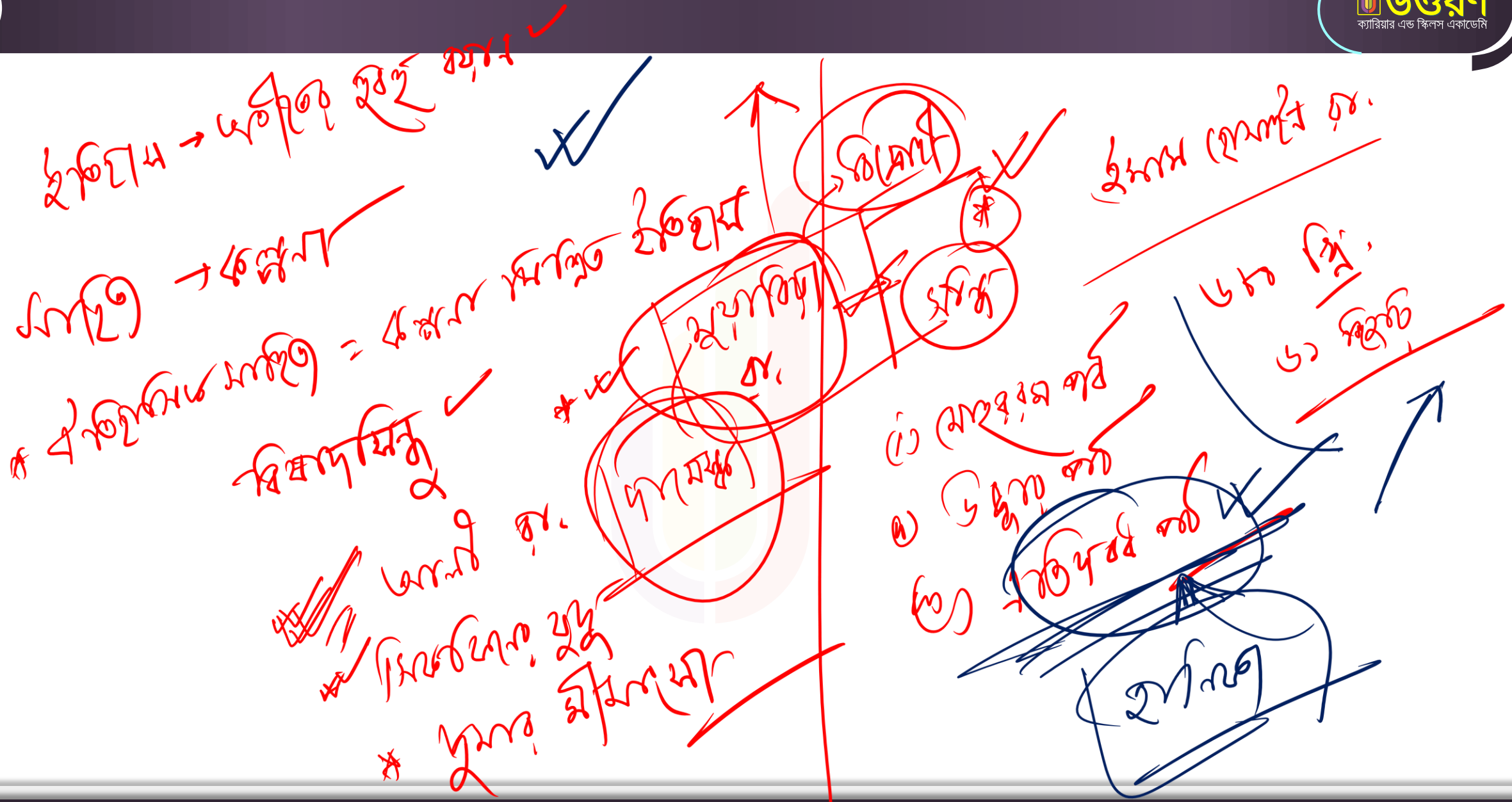

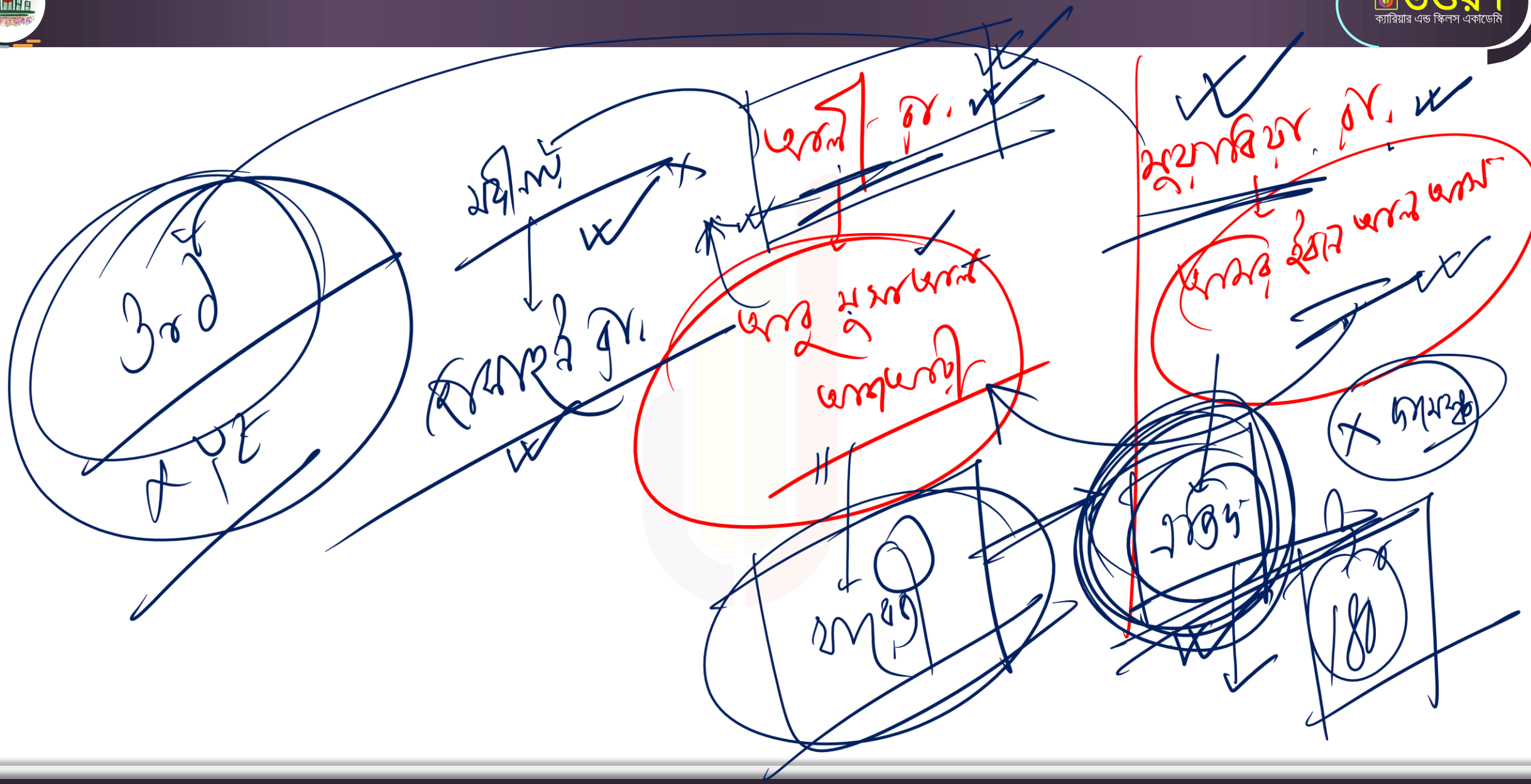

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

- বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (সাধারণত বেগম রোকেয়া নামে অধিক পরিচিত) হলেন একজন বাঙালি সাহিত্যিক, শিক্ষাব্রতী চিন্তাবিদ, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক ও নারীর অধিকার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ।
- তিনি ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার অন্তর্গত পায়রাবন্দ ইউনিয়নে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৯০৯ সালের ১ অক্টোবর স্বামীর প্রদত্ত অর্থে ভাগলপুরে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস' স্কুল স্থাপন করেন।
- তিনি ১৯১৬ সালে 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' বা মুসলিম মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।
- বেগম রোকেয়া ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।
- নারী জাগরণের অবদানের জন্য প্রতি বছর ৯ ডিসেম্বর 'রোকেয়া দিবস' পালন করা হয়।

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

❑ সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস	প্রবন্ধ
▪ Sultana's Dream (সুলতানার স্বপ্ন) (১৯০৮) ▪ পদ্মরাগ (১৯২৪)	▪ মতিচূর – (১ম খণ্ড ১৯০৪ সালে ও ২য় খণ্ড ১৯২২ সালে) ▪ অবরোধবাসিনী (১৯৩১)

অন্যান্য			
প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ	**প্রথম রচনা**	**শেষ রচনা**	**নারী শিক্ষামূলক প্রবন্ধ গ্রন্থ**
▪ পিপাসা	▪ 'নিরীহ বাঙালী' (প্রবন্ধ)	▪ নারীর অধিকার (প্রবন্ধ)	▪ জাগো গো ভগিনী

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

❑ Sultana's Dream (সুলতানার স্বপ্ন)

- নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া রচিত 'সুলতানার স্বপ্ন' গ্রন্থটি একটি উপন্যাসধর্মী কল্পকাহিনি।
- এটি ১৯০৫ সালে মাদ্রাজের 'দ্য ইন্ডিয়ান লেডিজ' ম্যাগাজিন (The Indian Ladies' Magazine)-এ "সুলতানা'স ড্রিম" (Sultana's Dream) শিরোনামে প্রথম প্রকাশিত হয়।
- ১৯০৮ সালে উপন্যাসটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়।
- উপন্যাসটি বাংলায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে।
- এ উপন্যাসে লেখিকার ঐকান্তিক মানসকল্পনা বা স্বপ্ন অভিনব রূপে প্রকাশ পেয়েছে।
- সুলতানার জবানিতে কাহিনিটি বলা হয়েছে।

❑ অবরোধবাসিনী

- নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার অসামান্য সৃষ্টি প্রবন্ধ গ্রন্থ 'অবরোধবাসিনী'।
- গ্রন্থটি বেগম রোকেয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি।
- এটি পর্দাপ্রথা নির্ভর হাস্যরসাত্মক গ্রন্থ।
- তৎকালীন মুসলিম সমাজে অবরোধ প্রথা এবং কেবলমাত্র অবরোধ প্রথার দোহাই দিয়ে নারীদের চারদেয়ালের মাঝে বন্দী করে রাখার নিয়ম চালু ছিল। লেখিকা কতগুলো ঐতিহাসিক ও চাক্ষুষ সত্য ঘটনা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এ গ্রন্থে।
- চার দেয়ালে আবদ্ধ তৎকালীন নারী সমাজের ধর্মান্ধতা এবং তা থেকে উদ্ভূত নানা রকম দুঃখ-দুর্দশার প্রতিফলন ঘটেছে এই গ্রন্থে।
- ছোট ছোট ৪৭টি অনুগল্পের বর্ণনায় এ বইটির বার্তা অগ্রসর হয়েছে।

❑ পদ্মরাগ

- ‘পদ্মরাগ’ উপন্যাসের প্রধান বিষয়বস্তু হলো মুসলিম সমাজের অন্তঃস্থিত ক্লেদ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ।
- লতিফ ও সিদ্দিকার প্রেমচিত্র আছে এখানে। ঈশান কম্পাউন্ডারের ভাষায় এবং ‘তারিণী-ভবন’কে কেন্দ্র করে ‘পদ্মরাগ’-এ বলা হয়েছে – “হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান একই মাতৃগর্ভজাত”।
- এছাড়াও প্রকৃত শিক্ষা বিষয়ে বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বিশেষভাবে পাওয়া যায়।
- এ উপন্যাসে তাঁর অন্যান্য বিবেচনা ও মতামত বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে।
- আটাশ পরিচ্ছেদ নিয়ে এ উপন্যাসটি রচিত হয়েছে।
- সাধু ভাষায় লেখা এই উপন্যাসে রোকেয়ার অন্যান্য রচনার মতো মাঝে মাঝে ছন্দোবদ্ধ কবিতাও ব্যবহৃত হয়েছে।
- এই উপন্যাসের কেন্দ্র ‘তারিণী-ভবন’।
- এই ভবনকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের ঘটনা ও নায়ক-নায়িকার চরিত্র ফুটে উঠেছে।

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

নারী জাগরণের অগ্রদূত ও সমাজ সংগঠক হিসেবে বেগম রোকেয়ার অবদান

- বাঙালি মুসলিম সমাজের নারীদের অন্ধকারময় পৃথিবীতে আলোকবার্তা হাতে এসেছিলেন বেগম রোকেয়া।
- নারীমুক্তির স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে গিয়েই তিনি একদিকে কলম তুলে নিয়েছিলেন, অন্যদিকে নারীদের নতুন পথের সন্ধান দেখিয়েছিলেন।
- এ কারণেই তিনি আজও 'নারী জাগরণের অগ্রদূত' হিসেবে পরিচিত।
- তিনি ১৯০৯ সালে ১ অক্টোবর ভাগলপুরে পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।
- প্রতিষ্ঠানটি ১৯১১ সালে কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়।
- অন্যদিকে তিনি ১৯১৬ সালে "আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম" নামে একটি মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
- ১৯৩০ সালে বঙ্গীয় মুসলিম সম্মেলনে রোকেয়া বাংলা ভাষার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন, যা সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল দুঃসাহসিক কাজ।

মীর মশাররফ হোসেন

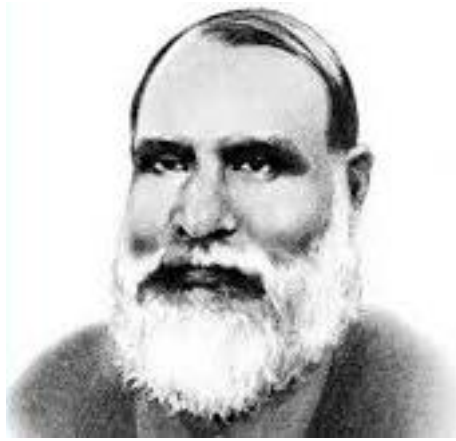

- **জন্ম** : ১৮৪৭ সালের ৩ নভেম্বর, কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়ায়।
- **উপাধি** : প্রথম মুসলিম উপন্যাস রচয়িতা, প্রথম বাঙ্গালি মুসলিম নাট্যকার।
- **পেশা** : কাঙাল হরিনাথ সম্পাদিত পত্রিকা 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকার" সাংবাদিক।
- **স্ত্রী** : প্রথম স্ত্রী: আজীজুননেহার, দ্বিতীয় স্ত্রী: বিবি কুলসুম।
- **পত্রিকা** : আজীজুননেহার (১৮৭৪), হিতকরী (১৮৯০), হুগলী বোধোদয়।
- **ছদ্মনাম** : গাজী মিঁয়া, উদাসীন পথিক।
- **আত্মজীবনী** : বিবি কুলসুম, আমার জীবনী।

মীর মশাররফ হোসেন

উপন্যাস	
রত্নবতী	কৌতুকাবহ উপন্যাস (১৮৬৯)
বিষাদ সিন্ধু	তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এটি গদ্য মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস
উদাসীন পথিকের মনের কথা	আত্মজৈবনিক উপন্যাস
গাজী মিয়াঁর বস্তানী	আত্মজৈবনিক উপন্যাস
এসলামের জয়	
তাহমিনা	
বাঁধা খাতা	
নিয়তি কি অবনতি	
রাজিয়া খাতুন	

মীর মশাররফ হোসেন

নাটক	
বসন্তকুমারী	এটি মুসলমান নাট্যকার রচিত প্রথম নাটক। চরিত্র – বীরেন্দ্র সিংহ, রেবতী, নরেন্দ্র সিংহ।
জমিদার দর্পণ	শ্রেষ্ঠ নাটক, চরিত্র আবু মোল্লা, নুরুন্নেহার।
বেহুলা গীতাভিনয়	
টালাভিনয়	
প্রহসন	এর উপায় কী; ফাঁস কাগজ; ভাই ভাই এইতো চাই; বাঁধা খাতা প্রভৃতি
কাব্য	গোরাই-ব্রিজ; পঞ্চনারী; মোসলেম বীরত্ব; সঙ্গীত লহরী প্রভৃতি

মীর মশাররফ হোসেন

- **বিষাদ সিন্ধুঃ** বাংলা সাহিত্যের একমাত্র গদ্য মহাকাব্য বলা হয় বিষাদ সিন্ধু উপন্যাসকে। উপন্যাসটি তিন পর্বে রচিত। পর্বগুলো হল মহররম পর্ব, উদ্ধার পর্ব, এজিদ বধ পর্ব। প্রথম পর্বে মুয়াবিয়া পুত্র এজিদের প্রেমলাভে ব্যর্থতা ও পরিণতির কাহিনি। কারবালার করুণ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে প্রথম পর্বেই। দ্বিতীয় পর্বে বিপন্ন হোসেন পরিবারের অস্তিত্ব রক্ষা ও দুর্জয় বীর হানিফার প্রতিশোধ গ্রহণ। তৃতীয় পর্ব রচিত হয়েছে এজিদ হত্যাচেষ্টা, দৈব নির্দেশে হানিফার বন্দীত্ব লাভ ও জয়নালের রাজ্য লাভের কাহিনি। সর্বোপরি কারবালার বিষাদময় ঘটনা এই উপন্যাসের উপজীব্য। এমন কারুকার্যময় ভাষার নজীর বাংলা সাহিত্যে বিরল। এই উপন্যাসে এতটাই মর্মস্পর্শীভাবে কাহিনি বর্ণিত হয়েছে যে, সাধারণ মুসলমানদের একটা বড় অংশ এই উপন্যাসের সব ঘটনাকেই সত্যি মনে করে অথচ বিষাদ সিন্ধু কোন ইতিহাস গ্রন্থ নয়, ইতিহাস আশ্রয়ী উপন্যাস অর্থাৎ সাহিত্য।

❑ **গাজী মিয়াঁর বস্তানীঃ** গাজী মিয়াঁর বস্তানী ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত হয়। গাজী মিয়া লেখকের ছদ্মনাম। গ্রন্থটি আত্মজীবনীমূলক রচনা। এতে গাজী মিয়াঁর আত্মপরিচয় বস্তানী প্রাপ্তির বিবরণ, অপর হস্তে অর্পণের কারণ, ফলশ্রুতি ও পরিমাণ এবং গাজী মিয়াঁর বিদায় বর্ণিত হয়েছে। এতে তৎকালীন কলুষিত সমাজের চিত্র বর্ণিত হয়েছে।

মীর মশাররফ হোসেন

- বিষাদ সিন্ধু এর নায়ক কে? ইমাম হোসেন নাকি এজিদ?

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

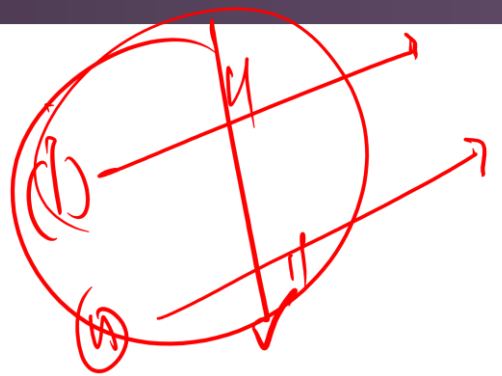

- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য কথাশিল্পী।
- বাংলা উপন্যাসে তিনি প্রথম চেতনা প্রবাহরীতির প্রকাশ ঘটান।
- ১৯২২ সালের ১৫ আগস্ট, চট্টগ্রাম শহরের ষোলশহর এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৯৭১ সালের ১০ অক্টোবর, ফ্রান্সের প্যারিসের পরলোকগমন করেন। গভীর রাতে অধ্যয়নরত অবস্থায় মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁকে সেখানেই সমাহিত করা হয়।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

উপন্যাস	গল্পগ্রন্থ	নাটক
▪ লালসালু	▪ নয়নচারা	▪ সুড়ঙ্গ
▪ চাঁদের অমাবস্যা	▪ দুইতীর ও অন্যান্য গল্প	▪ বহিপীর
▪ কাঁদো নদী কাঁদো	(এ জন্য আদমজী পুরস্কার পান)	▪ তরঙ্গভঙ্গ
▪ The Ugly Asian		▪ উজানে মৃত্যু

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

➲ যা জানা প্রয়োজন-

- ‘লালসালু’ এর ইংরেজি অনুবাদ Tree without roots ফরাসি ভাষায় অনুবাদ ‘লা'আরব্রে সান রেসিনেস (L'arbre sans racines)’ অনুবাদক- লেখকের স্ত্রী এ্যান ম্যারি, ইংরেজি অনুবাদ লেখক নিজেই করেন (১৯৬৭)। এটি লেখকের প্রথম উপন্যাস। এ উপন্যাসে ধর্মীয় ভণ্ডামির নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। প্রধান চরিত্র- মজিদ, জমিলা (প্রতিবাদী প্রতীক)
- ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ একটি মনোঃসমীক্ষণমূলক উপন্যাস। এ উপন্যাসে বাকাল নদীর তীরবর্তী মানুষের জীবন চিত্র বর্ণিত হয়েছে। প্রধান চরিত্র- মুস্তফা, খোদেজা।
- ‘চাঁদের অমাবস্যা’ উপন্যাসটি নিরীক্ষাধর্মী মনোঃসমীক্ষণমূলক। এটি ফ্রান্সের একটি গ্রামে লেখা হয়। প্রধান চরিত্র- আরেফ আলী (স্কুল মাস্টার), কাদের।
- ‘বহিপীর’ তার শ্রেষ্ঠ নাটক। এ নাটকে ধর্ম ব্যবসার পাশাপাশি পীরের নারী লালসা ও সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে।
- মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা নাটক ‘তরঙ্গভঙ্গ’।

- **লালসালুঃ** ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত লালসালু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম। এতে বাংলাদেশে লোক ঠকিয়ে ধর্ম ব্যবসার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। মজিদ নামে নোয়াখালী অঞ্চলের এক লোক হঠাৎ একদিন মহব্বত নগরে অবির্ভূত হয়। গ্রামে ঝোপঝাড়ের মাঝে একটি পুরাতন কবরকে সে মোদাচ্ছের পীরের মাজার বলে বর্ণনা করে। সেই সাথে পীর কর্তৃক সে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে মাজারের সংস্কার করার জন্য এসেছে বলে ও জানায়। তৎক্ষনাৎ মাজার সংস্কার করে সেখানে লালসালু বিছিয়ে দেওয়া হয়। আগর বাতি, মোমবাতি জ্বলতে থাকে রাতদিন। মজিদ হয়ে যায় মাজারের খাদেম। মাজারের দান, মানত ইত্যাদি আত্মসাৎ করে ফুলে ফেপে ওঠে মজিদ। ধর্ম ব্যবসার পাশাপাশি এই উপন্যাস অস্তিত্ববাদ বা (Existentialism) এর অনন্য উদাহরণ। অন্যান্য চরিত্র- আক্কাস, খালেক ব্যাপারী, হাসুনির মা, জমিলা, রহিমা প্রমুখ।

❑ **চাঁদের অমাবস্যা:** আরেফ আলী নামের একজন শিক্ষক বড় বাড়ির প্রধান মুরুব্বি দাদা সাহেব আলফাজ উদ্দিন চৌধুরীর আশ্রিত। গ্রামের স্কুলে তিনি পড়ান। গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্র দাদা সাহেবের ছোট ভাই কাদের মিঞা। কাদের মিঞা তার বড় ভাই এবং অন্যদের কাছে দরবেশ হিসেবে প্রসিদ্ধ। মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় যুবক শিক্ষক আরেফ আলী ঘর থেকে অদূরে প্রাকৃতিক কাজ সারতে বের হয়ে দেখতে পায় দাদা সাহেবের ছোট ভাই কাদের মিঞা কোথায় যেন যাচ্ছে। কাদের মিঞা যে দরবেশ সে বিষয়ে যুবক শিক্ষক আরেফ আলীর একটু সন্দেহ ছিল, তাই কৌতূহল বশত কিছু না বলে আরেফ আলী কাদের মিঞাকে অনুসরণ করতে শুরু করে। কাদের মিঞার পিছুপিছু যেতে যেতে এক পর্যায়ে কাদের মিঞাকে হারিয়ে ফেলে আরেফ আলী।

প্রকৃতিপ্রেমী শিক্ষক মধ্যরাতের জোসনায় বন জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে এক পর্যায়ে উজ্জ্বল জোসনায় দেখতে পান একটি যুবতী নারীর অর্ধনগ্ন দেহ গাছের সাথে ঠেস দিয়ে বসানো। লাশ দেখে যুবক শিক্ষক দৌড়ে বন থেকে বের হয়ে কাদের মিঞাকে দেখতে পায়, তারপর কাদের মিঞার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে উদভ্রান্তের মতো দৌড়ে পালিয়ে ঘরে আসে।

কাদের মিঞা বুঝতে পারে যে যুবক শিক্ষক তাকে সন্দেহ করেছে তাই পরদিন রাতে আর কোনো ভণিতা না করে যুবক শিক্ষককে সাথে করে নিয়ে এসে লাশটি নদীতে ফেলে দেয়। এদিকে আরেফ আলী জানতোই না যে প্রকৃত খুনি কাদের মিঞা। কাদের মিঞা খুনি এটা জানার পর থেকে আরেফ আলীর মন খুবই বিচলিত হয় কোনো কাজে মন বসাতে পারেনা উপরন্তু তাকে দিয়ে লাশ বহন করানোতে তিনি কাদের মিঞার উপর খুবই বিরক্ত হন। তবুও তিনি ভেবেছিলেন যুবতী নারীকে হয়ত কাদের মিঞা ভালোবাসতো মৃত্যুটা দুর্ঘটনাবশত হয়ে গেছে। কিন্তু যখন জানতে পারে কাদের মিঞা যুবতী নারীকে ভালোবাসত না, এটা ছিল শুধুই দেহভোগ। যুবক শিক্ষকের সব কাজ কেমন এলোমেলো হয়ে যায়, কিছুতে মন বসাতে পারেনা, নিজেকে অপরাধী ভাবে। তিনি অস্তিত্ব সংকটে পড়ে যান। কী করবেন বুঝে উঠতে পারেন না। আরেফ আলী এক সময় সমস্ত সংশয় কাটিয়ে ওঠে। তাই শেষ পর্যন্ত সে সত্য প্রকাশ করে দেয়। আরেফ আলী নিশ্চিত আরামের চাকরি, স্বাচ্ছন্দ্য আশ্রয় এবং জীবনের নিশ্চয়তা সব কিছু পরিত্যাগ করে সত্য প্রকাশের জন্য পুলিশের শরণাপন্ন হয়। সর্বজনীন মানববোধ থেকে সে দাদাসাহেব, আদালত, পুলিশের কাছে প্রকাশ করলো যুবতী নারীর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের নেপথ্য কাহিনি। পুলিশ জেনে-শুনেই কাদেরের বদলে তাকে খুনি সাব্যস্ত করে। এ উপন্যাসে আরেফ আলী ও কাদেরের পরাবাস্তববাদী দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে।

জহির রায়হান

- ১৯৩৫ সালের ১৯ আগস্ট, তিনি ফেনী জেলার মজুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- তাঁর বাল্য নাম মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ (ডাকনাম: জাফর)।
- ছাত্রাবস্থাতেই তিনি মহান ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।
- তিনি ছিলেন বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার।
- ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শহীদুল্লা কায়সারকে খুঁজতে তিনি মিরপুরে যান এবং নিখোঁজ হন।
- জহির রায়হান আদমজী পুরস্কার (১৯৬৪ খ্রি.), বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭১ খ্রি.), একুশে পদক (১৯৭৭ খ্রি.) এবং স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯২ খ্রি.) লাভ করেন।

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম	
উপন্যাস	▪ হাজার বছর ধরে (প্রধান চরিত্র –টুনি, মন্তু ও বুড়ো মকবুল)। ▪ আরেক ফাল্গুন ▪ বরফ গলা নদী ▪ আর কতদিন ▪ তৃষ্ণা ▪ শেষ বিকেলের মেয়ে ▪ কয়েকটি মৃত্যু
গল্পগ্রন্থ	▪ সূর্যগ্রহণ
গল্প	▪ একুশের গল্প : বিখ্যাত উক্তি ‘তপুকে আবার ফিরে পাবো, একথা ভুলেও ভাবিনি কোন দিন।’
চলচ্চিত্র	▪ কখনও আসেনি ▪ কাঁচের দেয়াল ▪ সঙ্গম ▪ জীবন থেকে নেওয়া ▪ বেহুলা ▪ Stop Genocide ▪ A State in Born ▪ Let there be light

জহির রায়হান

- **প্রামাণ্য চিত্র ও জহির রায়হানঃ** জহির রায়হান বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার। সেই সাথে তাঁর নির্মিত প্রামাণ্য চিত্রগুলো খুবই বিখ্যাত। Stop Genocide একাত্তরের গণহত্যার এক অবিস্মরণীয় প্রামাণ্য দলিল। এই প্রামাণ্য চিত্রে একাত্তরের গণহত্যা, শরণার্থীদের দেশত্যাগ, শরণার্থী শিবিরের করুণ দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। এই দৃশ্যগুলো পৃথিবীর যে কোন বিবেকবান মানুষকেই নাড়া দেবে। এছাড়া তাঁর Let there be light বিখ্যাত প্রামাণ্য চিত্র। ‘জীবন থেকে নেয়া’ প্রামাণ্যচিত্রে প্রথম জাতীয় সংগীত ব্যবহার করা হয়।

- **আরেক ফাল্গুনঃ** উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৯৬৯ বাংলা সাহিত্যে ভাষা আন্দোলনভিত্তিক যত সাহিত্য রচিত হয়েছে তার মধ্যে আরেক ফাল্গুন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। এই উপন্যাসে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ প্রভৃতি এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। মুনিম, আসাদ, রসুল, সালমা এই উপন্যাসের চরিত্র। ১৯৫৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পালন করতে যেয়ে পুলিশী বাধার মুখে তাদের মাঝে প্রবল প্রতিরোধের সঞ্চার হয়। পুলিশ গ্রেফতারকৃত আন্দোলনকারীদের সংখ্যা দেখে অবাক হলে তারা বলে ওঠে 'আসছে ফাগুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হবো।

জহির রায়হান

- **হাজার বছর ধরেঃ** আবহমান বাংলার গ্রামীণ জীবনের প্রেক্ষাপটে রচিত হাজার বছর ধরে বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সম্পদ। এই উপন্যাসে লেখক হাজার বছরের গ্রামীণ জীবন, ঐতিহ্য, লোকাচার, প্রেম, পরিবার, প্রথা ইত্যাদির পরিচ্ছন্ন ছবি এঁকেছেন। বাদ যায়নি গ্রাম্য জীবনকে আচ্ছন্ন করে রাখা নানা কুসংস্কারের কথাও। উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল: মন্তু, টুনি, আম্বিয়া, গণুমোল্লা, মকবুল, আবুল প্রমুখ।

- **একুশের গল্পঃ** একুশের গল্পকে ভাষা আন্দোলন নিয়ে রচিত শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না। এর মূল চরিত্র তপু যে মেডিকেল কলেজের ছাত্র। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী তপু পুলিশের গুলিতে নিহত হলে পুলিশ লাশ তুলে নিয়ে যায়। তপুর কংকাল আবার তার বন্ধুদের কাছে ফিরে আসে। কপালে লাগা গুলির চিহ্ন আর অপেক্ষাকৃত ছোট বাম পায়ের হাড় দেখে বন্ধুরা তপুর কংকাল শনাক্ত করতে পারে। অসামান্য নাটকীয়তায় নির্মিত একুশের গল্প বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন পত্রিকা

❑ **দিগদর্শনঃ** বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িক পত্র 'দিগদর্শন' মাসিক পত্রিকা হিসেবে ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে প্রকাশিত হয়। বাংলা গদ্যের সূচনায় যেমন মিশনারিদের নামই প্রধান, তেমনি সাময়িক পত্রের ইতিহাসের সূচনায় তাঁরাই প্রাধান্য লাভ করেছেন। এতে ভূগোল, ইতিহাস, দেশবিদেশের জ্ঞাতব্য তথ্য, কৌতুককর অথবা বিস্ময়জনক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনি সহজ ভাষায় পরিবেশিত হত বলে তা স্কুল বুক সোসাইটির বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্য পুস্তকরূপে প্রচলিত ছিল।

❑ **সমাচার দর্পণঃ** 'দিগদর্শন' প্রকাশের কিছু পরেই ১৮১৮ সালের মে মাসে জে. সি. মার্শম্যানের সম্পাদনায় শ্রীরামপুর মিশন থেকে সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে এই পত্রিকাটি সপ্তাহে দু'বার করে প্রকাশিত হতে থাকে। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার বাংলা সংবাদ রচনা ও সংকলনে সম্পাদকের সহায়ক ছিলেন বলে তা উন্নতমানের সংবাদপত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল। সংবাদ, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিষয়াদির বিবরণ এই পত্রিকায় স্থান পেত। সে আমলে প্রগতিশীল পত্রিকা হিসেবে এর বিশেষ গুরুত্ব ছিল। 'সমাচার দর্পণ'-এর ভাষায় সরলতা ছিল, লেখায় তথ্য বোধ ও মাত্রাজ্ঞান ছিল। ১৮৪১ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটি অস্তিত্ব রক্ষা করেছিল। তারপরেও কয়েক বার এই পত্রিকা পুনঃপ্রকাশিত হয়।

সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন পত্রিকা

সবুজপত্রঃ বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষারীতি প্রবর্তনে অসামান্য ভূমিকা পালনকারী পত্রিকা সবুজপত্র (১৯১৪) যেটি প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। চলিত ভাষা রীতির প্রর্বতনে এই পত্রিকার ভূমিকাই সর্বাধিক। সবুজপত্র পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী তৈরী হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন, ইন্দিরাদেবী, অতুলান্দ্র গুপ্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বপতি চৌধুরী। এই পত্রিকা তখন এতটাই প্রভাবশালী ছিল যে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকায় লিখেছেন। রবীন্দ্র সাহিত্যেও চলিতরীতি প্রতিষ্ঠিত হয় সবুজপত্র পত্রিকার হাত ধরেই। এই পতিকায় সবুজ কালি ব্যবহার হত এবং কোনো বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো না।

সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন পত্রিকা

❑ **কল্লোলঃ** ১৯২৩ সালে দীনেশ রঞ্জন দাশের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এটি মূলত একটি সাহিত্য পত্রিকা যা প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতা থেকে। কল্লোল অনেক নব্য লেখকদের প্রধান মুখপত্র ছিল। যাদের অন্যতম প্রেমেন্দ্র মিত্র, কাজী নজরুল ইসলাম, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ। উত্তরা প্রগতি এবং কালিকলম ইত্যাদি সাময়িক পত্রিকাগুলো কল্লোলকে অনুসরণ করত। কল্লোল সাহিত্যাঙ্গনে এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, পত্রিকার সময়টিকে 'কল্লোল যুগ' বলে অভিহিত করা হয়। কল্লোল এর লেখকদের মাঝে একটা ফ্রয়েডীয় এবং মার্কসীয় চেতনা লক্ষ্য করা যায়। সামসময়িক শনিবারের চিঠি পত্রিকার সাথে কল্লোলের আদর্শিক বিরোধ ছিল।

সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন পত্রিকা

- **শিখাঃ** ঢাকাভিত্তিক মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র ছিল শিখা পত্রিকা যার প্রথম সম্পাদক ছিলেন আবুল হোসেন। শিখা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। এ পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। শিখা প্রথমে বাৎসরিক পত্রিকা ছিল। এর প্রতি সংখ্যায় "জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট; মুক্তি সেখানে অসম্ভব, এই শ্লোগানটি প্রচ্ছদে লেখা থাকতো। এটি ঢাকার বাঙালি মুসলিম সমাজে নবজাগরণের হাওয়া বইয়ে দিতে চেয়েছিল। এর সম্পাদকমণ্ডলী হলেন আবুল হোসেন, কাজী মোতাহার হোসেন, মোহাম্মদ আবদুর রশীদ ও আবুল ফজল। বাৎসরিক পত্রিকা হিসেবে এটি ৫টি সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়।

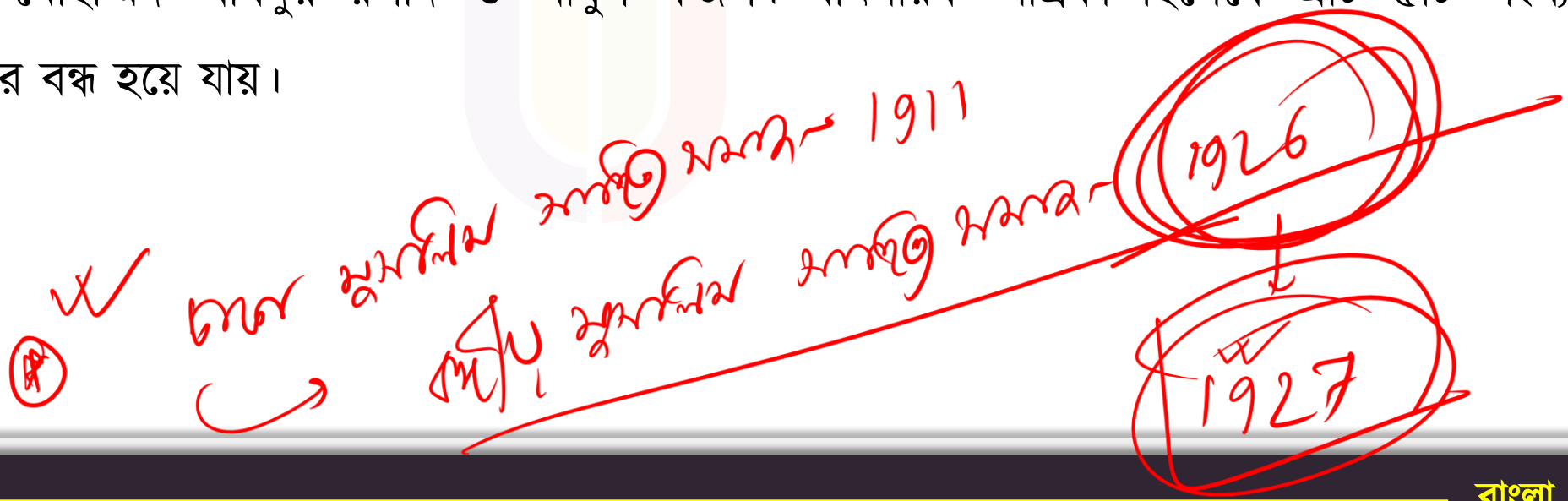

সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন পত্রিকা

- **বঙ্গদর্শনঃ** ১৮৭২ সালে প্রকাশিত বঙ্গদর্শন এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এটি মাসিক পত্রিকা ছিল। রচনার মান, বৈচিত্র্য সৌন্দর্য ও রুচির দিক থেকে বাংলা সাহিত্যে এক যুগান্তকারী পত্রিকা বঙ্গদর্শন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের মান এবং অনুশাসন এই পত্রিকার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হত। বঙ্কিমের প্রধান প্রধান উপন্যাসগুলো এবং কিছু প্রবন্ধ এতে প্রকাশিত হয়। ১২৮৩ বঙ্গাব্দে এর প্রকাশ স্থগিত থাকে। ১২৮৪ থেকে বঙ্কিম সহোদর সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

- **তত্ত্ববোধিনী:** ১৮৩৯ সালে রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র হিসেবে তৎকালীন তত্ত্ববোধনী সভা থেকে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। পরে অবশ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর সম্পাদক হন। এটি প্রকাশিত হয় ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে।

- **গ্রামবার্তা প্রকাশিকা:** মাসিক ‘গ্রামবার্তা প্রকাশিকা’ বাংলার মফস্বল থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তৎকালীন নদীয়া (বর্তমান কুষ্টিয়া) জেলার কুমারখালি থেকে ‘কুমারখালি বাংলা পাঠশালা’র প্রধান শিক্ষক হরিনাথ মজুমদারের (কাঙাল হরিনাথ) সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।

❑ কবর: ভাষা আন্দোলনের প্রতিবাদী চিত্র

'কবর' ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত। এ কবর নাটক ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত প্রথম প্রতিবাদী নাটক যা বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

বাংলাদেশের নাট্যজগতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব মুনির চৌধুরী (১৯২৫ - ১৯৭১)। যিনি নাট্যকার, নাট্য পরিচালক, অভিনেতা, অনুবাদক হিসেবে সুপরিচিত। তিনি অধ্যাপক, প্রাবন্ধিক, ভাষাবিজ্ঞানী, বক্তা হিসেবেও বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে রক্তাক্ত প্রান্তর, চিঠি, দণ্ডকারণ্য, মানুষ প্রভৃতি সফল নাটক হিসেবে পরিচিতি পেলেও 'কবর' নাটকটি বিষয় ও আঙ্গিকের জন্য ব্যাপকভাবে প্রশংসিত এবং জনপ্রিয়।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত 'কবর' নাটকটি রচনার সময়ে মুনীর চৌধুরী ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি ছিলেন। তিনি কারাগারের অন্য রাজবন্দি রনেশ দাশগুপ্তর (১৯১২-১৯৯৭) অনুরোধের কারণে নাটকটি রচনা করেন ১৯৫৩ সালে। নাটকটি যেহেতু জেলখানার মধ্যে আট-দশটি হারিকেনের আলোয় আলোকিত করে মঞ্চস্থ করার প্রয়োজন হয়েছিল, সে কারণে অনেকটা বাধ্য হয়েই নাটকটিতে এমন আলো-আধারির রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল।

মাতৃভাষা আন্দোলনের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে ধারণকারী শিল্প সফল নাটক কবর। কেবল একটি স্থান, একটি সময়ের ঘটনার বর্ণনায় রচিত হয়েছে নাটকটি। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে ছাত্র জনতার ওপর গুলিবর্ষণের রাতে কারফিউ জারি করে নিহতদের কবর দিতে গোরস্থানে নিয়ে আসা হয়েছে। রাত শেষ হওয়ার খুব বেশি সময় বাকি ছিল না, সেই শেষ প্রহরের ভেতরেই কবর দেয়ার কাজ শেষ করতে হবে। নতুবা সেই লাশ নিয়ে পুনরায় আন্দোলনের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন লাশগুলো চিহ্নিত করে আলাদাভাবে কবরস্থ করা কঠিন কাজ বলে সব লাশ একটি বড় গর্তে পুঁতে ফেলার সিদ্ধান্ত দেয় ইন্সপেক্টর হাফিজ। ইসলাম ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী তা ধর্ম বিরোধী হওয়াতে গোর-খুঁড়ের দল তাতে রাজী না হয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। আবার লাশের গায়ে বারুদের গন্ধ পেয়ে মুর্দা ফকির অভিযোগ জানায় যে, এ লাশ কবরে যাবে না, এ লাশ গুলিবিদ্ধ প্রতিবাদীদের লাশ। নাট্যকার অতিরিক্ত মদ্যপান ও ভীতির পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে এক ধরনের বিকারগ্রস্ত অবস্থার সৃষ্টি করেছেন জেলার ইন্সপেক্টর ও নেতার মনোভাবে। এমন অবস্থায় লাশদের মুখেও তিনি প্রতিবাদের ভাষা দিয়েছেন–

"আমরা কবরে যাবো না আমরা বাঁচবো।"

নাটকের অন্যতম খল চরিত্রের ধারক চরিত্র হচ্ছেন নেতা এবং ইন্সপেক্টর। নেতার কোনো নামের উল্লেখ নেই। ইন্সপেক্টরের নাম হাফিজ। তাদের অপকৌশলে ও অপতৎপরতায় নাটকের সকল ধরনের দুষ্কর্ম সংঘটিত হয়েছে। তবে নাট্যকার অসাধারণ শিল্পদক্ষতার প্রয়োগে এই নেতিবাচক চরিত্রদ্বয়ের কথোপকথনে সূক্ষ্ম কৌতুক প্রিয়তার সৃষ্টি করে নাটকটিকে উপভোগ্য করেছেন। হাস্যরসের অবতারণা করলেও নাটকের নাট্যের ভাবধারা তিনি অক্ষুণ্ন রেখেছেন। পাকিস্তানি শাসকদের দমন-পীড়নের চিত্র পাওয়া যায় নেতার নিম্নলিখিত উক্তিটিতে 'পুঁতে ফেল। দশ, পনের, বিশ, পঁচিশ হাত, যত নীচে পারো। একেবারে পাতাল পর্যন্ত খুঁড়তে বলে দাও।'

মূলত নাট্যকার নাটকের প্রতিটি চরিত্রের মাধ্যমেই ভাষা আন্দোলনের কাহিনি নির্মাণ করেছেন। ১৯৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারির শহিদদের নির্মম পরিণতি নাট্যকার দক্ষতার সাথে উপস্থাপনা করেছেন। নাটকটি প্রমিত চলিত ভাষায় রচিত হয়েছে এবং নাট্যকার দেশি-বিদেশি শব্দের ব্যবহার করে নাটকটিকে সাবলীল করে নির্মাণ করেছেন। নাটকটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ভাষার গতিময়তা। তিনি লঘু ভাষার ব্যবহার করে বক্তব্যকে উপস্থাপন করেছেন এবং প্রচলিত ইংরেজি ভাষার শব্দের যথাযোগ্য ব্যবহার করে নাটকটিকে উপভোগ্য করেছেন। কোথাও কোথাও ইংরেজি শব্দের সরাসরি ব্যবহারও করেছেন যা অন্যান্য বাংলা নাটকে সহজে দেখা যায় না। নাট্যকার নাটকের গঠনে হাস্যরসেরও অবতারণা করেছেন। তবে সে হাস্যরসের ভিতরে মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজ সচেতনতা সৃষ্টি করা ও অন্যায়ের প্রতিবাদ জানানো।'কবর' নাটকটিতে একটি মাত্র অঙ্ক থাকায় এটিকে একাঙ্ক নাটক বলা হয়। কবর নাটকটিকে অনেকেই অ্যাবসার্ডধর্মী নাটক বলেন।

কবর নাটকটি আঙ্গিকের বিবেচনায় যেমন অভিনবত্বের দাবিদার, তেমনি বিষয়ের বিবেচনাতেও অভিনব ও তাৎপর্যপূর্ণ। মুনীর চৌধুরী শিক্ষিত ছিলেন এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করার কারণে তাঁর কবর নাটকের কাহিনির উপস্থাপনে পাশ্চাত্য ছাঁচ লক্ষ করা যায়। সংক্ষিপ্ত কাহিনি এবং একাঙ্কে মঞ্চায়ন ছাড়া আর সব দিক দিয়ে বিশেষ করে রহস্যসময়তায় এটি শেক্সপিয়ারের ট্রাজেডি নাটকগুলোর সাথে তুলনীয়।

ভাষা-আন্দোলনের চেতনাকে পরিপূর্ণভাবে ধারণ করার গৌরবে 'কবর' নাটকটি মুনীর চৌধুরীর লেখা সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক ও এক অমর সাহিত্যকর্ম হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এটি বাংলা প্রতিবাদী রাজনৈতিক ধারার প্রথম সফল ও তাৎপর্যবাহী নাটক। পাকিস্তানি শোষকগোষ্ঠীর দিকে সরাসরি আঙুল তুলে এমন নাটক লেখা তখন সহজসাধ্য ছিল না। মুনীর চৌধুরী সাহসী সৈনিকের মতো কলম ধরলেন ভাষা-আন্দোলনের চেতনাকে হৃদয়ে ধারণ করে এবং নির্মাণ করলেন অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'কবর' নাটকটি। নাটকটি বাংলা সাহিত্যের জগতে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

- **রাইফেল রোটি আওরাত:** এটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম উপন্যাস। আনোয়ার পাশার অসাধারণ সৃষ্টি এ উপন্যাসটি। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসে এটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশে যে তাণ্ডবলীলা চলেছে তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এ উপন্যাসটি। ১৯৭১ সালের মার্চের ভয়াবহ দিনগুলো এবং এপ্রিলের প্রথমার্ধের কিছু দিন নিয়ে উপন্যাসটির পরিধি নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু এর আবেদন এ পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বাঙালির বেদনা আর আশা-নিরাশার রূপ এমনভাবে তিনি উপস্থাপন করেছেন যা সবসময় সীমাকে অতিক্রম করে অসীমে পৌঁছে যায়। তিনি ভাষা ব্যবহার, চরিত্র নির্মাণ প্রভৃতি বিষয়ে এমন দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন যার ফলে মুক্তিযুদ্ধের চিত্র অসাধারণভাবে চিত্রিত হয়েছে আলোচ্য উপন্যাস।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ

- **দুই সৈনিক; নেকড়ে অরণ্য:** শওকত ওসমান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে থেকেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে কলম ধারণ করেছেন। পাকিস্তানি নিষ্ঠুর শাসক গোষ্ঠী কীভাবে বাঙালিদের শোষণ করতো তার চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর বিভিন্ন রচনায় প্রতীকের আশ্রয় নিয়ে। প্রতিবাদ করেছেন রূপকের অন্তরালে বসে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি বসে ছিলেন না। তাঁর কলম থেমে যায়নি। তিনি 'দুই সৈনিক', 'নেকড়ে অরণ্য' ছাড়াও আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক। 'দুই সৈনিক' উপন্যাসে তিনি মুক্তিযুদ্ধের কলঙ্কময় দিক তুলে ধরেছেন। আমাদের অনেক আত্মীয়স্বজন পাকবাহিনীকে সহযোগিতা করতে গিয়ে নিজেদেরই করুণ পরিণতি ডেকে এনেছেন। তারই চিত্র অঙ্কন করেছেন দুই সৈনিক উপন্যাসে। 'নেকড়ে অরণ্য' উপন্যাসে তিনি এদেশের নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত নারীদের চিত্র তুলে ধরেছেন। কীভাবে তাদের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাই দেখিয়েছেন।

- **জলাঙ্গী:** শওকত ওসমানের অন্যতম মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস 'জলাঙ্গী'। জলাঙ্গী-কে বলা হয় মুক্তিযুদ্ধের ট্র্যাজিক উপন্যাস। গ্রামের কৃষক পরিবারের শহরে কলেজ পড়ুয়া ছাত্র জামিরালি এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। পিছুটানহীন ছাত্র সমাজের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের বিষয়টি মুখ্য হয়ে উঠেছে এ কেন্দ্রীয় চরিত্রের মাধ্যমে। কেবল মুক্তিযুদ্ধ কিংবা পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংসতার কথা এখানে বলা হয়নি। তার সঙ্গে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমির বিশ্লেষণ।

- **নিষিদ্ধ লোবান ও নীল দংশন:** মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৃত্ত ভাঙ্গার চেষ্টা রয়েছে সৈয়দ শামসুল হক রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসগুলোতে। পাকিস্তানি মিলিটারি কর্তৃক বিধ্বস্ত গ্রামবাংলা তাঁর 'নিষিদ্ধ লোবান' উপন্যাসের পটভূমি। যে সমস্ত বাঙালির মৃতদেহ দাফন না করার কথা বলেছিল পাকিস্তানি সৈন্যরা, তাদের দৃষ্টিতে এরা দেশদ্রোহী হলেও আসলে ছিল দেশপ্রেমিক। তাঁর 'নীল দংশন' উপন্যাসেও স্বতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ

❑ ছোটগল্প ও মুক্তিযুদ্ধ:

- হাসান আজিজুল হক- নামহীন গোত্রহীন
- শওকত ওসমান- জন্ম যদি তব বঙ্গে
- যুদ্ধ জয়ের গল্প (১৯৮৫)
- বীরাঙ্গনার প্রেম (১৯৮৮)
- আকাশে প্রেমের গল্প (১৯৮৯)
- আমি মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করি (১৯৯১)
- অলৌকিক সুন্দরী (১৯৯৪)
- আব্দুল গাফফার চৌধুরী- বাংলাদেশ কথা কয়
- গাঙচিল (১৯৮৬)
- স্বপ্ন মিছিল (১৯৮৯)
- স্বপ্ন সমুদ্রে বনদেবীরা আছে (১৯৯০)
- নির্বাচিত প্রেমের গল্প
- উল্কি একটি প্রেমের গল্প (১৯৯)

❑ বাংলা নাটকে মুক্তিযুদ্ধ:

- আলাউদ্দিন আল আজাদ- নরকে লাল গোলাপ;
- নীলিমা ইব্রাহিম- যে অরণ্যে আলো নেই;
- মমতাজ উদ্দীন আহমেদ- বকুলপুরের স্বাধীনতা

➲ **'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়':** মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটকে ধারণ করে রচিত নাটকের মধ্যে অন্যতম হলো সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কাব্যনাট্যটি। মুক্তিযুদ্ধকে অবলম্বন করে যেসব নাটক রচিত হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে সার্থক কাব্যনাট্য হলো 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'। নাটকটির রচনাকাল ১৯৭৬ সাল। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাটকটি অবর্তিত হয়েছে যেখানে পাকসেনারা গ্রামে প্রবেশ করে। গ্রামের মাতব্বর নিজের মেয়েকে পাক সেনাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়। মাতব্বরের সামনেই মেয়েটি আত্মহত্যা করে। মাতব্বরের বুকফাটা হাহাকার ও আর্তনাদ আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে।

❑ কবিতা ও মুক্তিযুদ্ধ:

➢ **‘এখনও জ্যান্ত মানুষের মতো’:** হাসান হাফিজুর রহমান তাঁর ‘এখনও জ্যান্ত মানুষের মতো’ কবিতায় ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি আক্রমণে বিধ্বস্ত বাংলার ছবি এঁকেছেন এবং শোকের মধ্য দিয়েই শক্তি খুঁজেছেন:

‘ভোর আমার সহোদরদের
শাহাদাতের শোকচিত্রে নিদারুণ
দুপুর আমার নিকটতম স্বজনদের
অপঘাত তিরোধানে নিরেট হাহাকার’।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ

- পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন '৭১ সালের যুদ্ধের কিছু নির্মম, নিষ্ঠুর, অমানবিক ও হৃদয়স্পর্শী ঘটনাকে তাঁর কবিতায় তুলে ধরেছেন। যেমন- 'মার কোল হতে শিশুরে কাড়িয়া কাটিল যে খান খান
  পিতার সামনে মেয়েরে কাটিয়া করিল রক্তস্নান'

- 'শহীদ স্মরণে': মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ চেতনায় প্রভাবিত আরেক কবি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। তিনি 'শহীদ স্মরণে' কবিতায় বলেছেন এভাবে-
  'বাংলার নগর বন্দর/গঞ্জ বাষট্টি হাজার গ্রাম
  ধ্বংসস্তূপের থেকে সাত কোটি ফুল/হয়ে ফোটে।'

- আধুনিক কবি নির্মলেন্দু গুণ তাঁর বিভিন্ন কবিতায় স্বাধীনতার আকুতি তুলে ধরেছেন। তিনি ভবিষ্যতের স্বাধীন বাংলাদেশ সম্পর্কে নিঃশব্দ, অন্যের মুখাবয়বে তুলে ধরেন স্বাধীনতাকে এভাবে-
  'আমি কিছুই বলব না,/আর মুখের দিকে চেয়ে থাকা
  সারি সারি চোখের ভিতর/বাংলার বিভিন্ন ভবিষ্যৎকে চেয়ে দেখবো।'

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy